ইউনিট ৫

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা
[Financial Management of Education]

ভূমিকা

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিটি কাজের জন্য দরকার অর্থের। তাই সমাজের মানুষের তথা নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত অর্থ কার্যকর ও লাভজনক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার ফলপ্রসূ করার জন্য দরকার হয় কতকগুলো নিয়মনীতি এবং প্রণীত নীতিসমূহ কার্যে রূপদানের জন্য দরকার হয় কতিপয় কলাকৌশল যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থ, আর এই অর্থ-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ব্যবহারের জন্য প্রণীত ও অনুসৃত নীতি, বাস্তবায়ন কলাকৌশল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে থাকি।

আমাদের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি, সামাজিক অবক্ষয় রোধ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি এবং স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষায় অর্থ ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল করে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও স্বকর্মসংস্থানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার। শিক্ষা খাতে অর্থ সংস্থানের বিষয়ে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন যথার্থই তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে বলেছেন। সেগুলো হল:

ক. দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় দরকার?
খ. বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে এই ব্যয় বন্টন করা হবে?
গ. আমাদের শিক্ষা খাতে অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি কি হবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনার যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হচ্ছে, বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের প্রক্রিয়া ও উৎস এবং বাজেট প্রণয়নের নীতিমালা ইত্যাদি এই ইউনিটে দুইটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠ দুইটি হল:

পাঠ- ৫.১: শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক দিক

পাঠ- ৫.২: বিভিন্ন শ্রেণির ও স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

পাঠ ৫.১

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক দিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণা বুঝিয়ে বলতে পারবেন;
- শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বিবৃত করতে পারবেন;
- শিক্ষা খাতে অর্থ সংগ্রহের বিভন্ন উৎসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের কৌশলসমূহ বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষায় আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিবৃত করতে পারবেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণা

আমরা প্রতিনিয়ত নানা কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যবহার করে থাকি। প্রতিদিন নানা কার্য সমাধানে কিছু না কিছু আর্থিক লেনদেন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা ইত্যাদি কার্য পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়েছে অর্থ সংগ্রহ ও তার ফলপ্রসূ ব্যবহারের চিন্তাভাবনা থেকে। বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনায়– অর্থের প্রয়োজনীয়তা, উৎস, অর্থের পরিমাণগত দিক, সংগৃহীত অর্থের লাভজনক ব্যবহার ইত্যাদি সবই আওতাভুক্ত হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সমকালের অর্থনীতিবিদ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল:

অর্থ কি?

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অর্থ বলতে যা বুঝিয়েছে তা হল ''ব্যয় নির্বাহের সামর্থ যোগানই অর্থ''।

জর্জ টেরি অর্থের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- ''নগদ টাকা এবং অন্য যে কোন ধরনের তহবিল যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনে ব্যবহৃত হয় তাকেই বোঝায়''।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণা

উপরে আমরা অর্থ বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানব।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে-

আর্থিক ব্যবস্থাপনা এমন একটি পদ্ধতি যা অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করে।

রেমন্ড পি নেভিউ এর মতে– কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিল ও তহবিলের উৎস ব্যবহারের ব্যবস্থাপনাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে।

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা

অর্থের উৎস নির্ধারণ, ব্যয়ের খাত চিহ্নিতকরণ, অর্থ সংরক্ষণ ও লাভ বণ্টন ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা, নির্দেশনা, আউটকাম-এর পরিমাণ ইত্যাদি সবই আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত।

শিক্ষা খাতে পরিকল্পনা অনুসারে বরাদ্দকৃত অর্থ, বস্তুগত সম্পদ শিক্ষার উন্নয়নে যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা যায়।

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিক্ষায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। শিক্ষা খাতের বিনিয়োগ গুণগত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর শিল্প ব্যবসায় অর্থের বিনিয়োগ পরিমাণগত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কত পরিমাণ কাঁচামাল দিয়ে কত পরিমাণ ফিনিসড প্রোডাক্ট পাওয়া গেল তা তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণ করা যায় এবং এতে কত ব্যয় হল এবং বর্তমান বাজার দরে বিক্রয় করা হলে কত লাভ হবে তা জানা যায়। কিন্তু শিক্ষা খাতের বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী এবং তার রিটার্নও দীর্ঘমেয়াদী।

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার বহুবিধ গুরুত্ব রয়েছে। নিচে প্রধান কয়েকটি উপস্থাপন করা হল:

১. রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুমোদনের পর নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এই পর্যায়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় স্ব স্ব আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ সীমার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।
২. বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত মোট অঙ্কের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। কিন্তু কোন খাতে বরাদ্দের ঘাটতি পড়ে আবার কোনটির বরাদ্দ উদ্বৃত্ত থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা আছে।

যে সব বরাদ্দের ক্ষেত্রে পুনঃউপযোজন করা হয় সে ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের দরকার হয়। সেগুলো হল–

(ক) বেতন খাত থেকে অন্য কোন খাতে বা অন্য কোন খাত থেকে বেতন খাতে;
(খ) দায়যুক্ত ব্যয় থেকে অন্যান্য ব্যয়ে অথবা অন্যান্য ব্যয় থেকে দায়যুক্ত ব্যয়ে;
(গ) একটি প্রধান খাত থেকে অন্য প্রধান খাতে এবং
(ঘ) ডাক, তার, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, প্রতিরক্ষা তহবিল কিংবা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে অন্য খাতে।

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ৩০ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে অর্থ বিভাগের নিকট উদ্বৃত্ত অর্থ সমর্পণ ও পুনঃউপযোজন পেশ করতে হয়।

৩. **বাজেট অনুযায়ী অর্থ খরচ নিয়ন্ত্রণ:** বাজেটের মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করে। বাজেট অনুযায়ী আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৪. বাজেট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের এবং সংসদের।
৫. সরকারের হিসাব নিরীক্ষা বিভাগ পূর্ব নিরীক্ষা এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংসদে 'পাবলিক একাউন্টস' কমিটি সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
৬. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) বেতনের ৮০% সরকার অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকে। এ ছাড়া উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ প্রদান করা হয় তা অডিট ও পরিদর্শন বিভাগের মাধ্যমে মনিটরিং ও নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা খাতে অর্থ সংগ্রহের উৎসসমূহ

বর্তমান শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অর্থ ও সম্পদ মূলত দুটিই প্রদান করে থাকে। মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ পর্যায়ে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৫% পরিচালিত হয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের ৮০% আসে সরকারী অনুদান হিসাবে। শিক্ষা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার তা বহন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। মোট শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ের ৭০/৮০ ভাগ প্রদান করা হয় সরকারের তহবিল হতে আর বাকী ৩০/২০ ভাগ অর্থ সংগ্রহ করা হয় অন্যান্য উৎস হতে। নিচে শিক্ষা খাতে অর্থ সংগ্রহের উৎসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল:

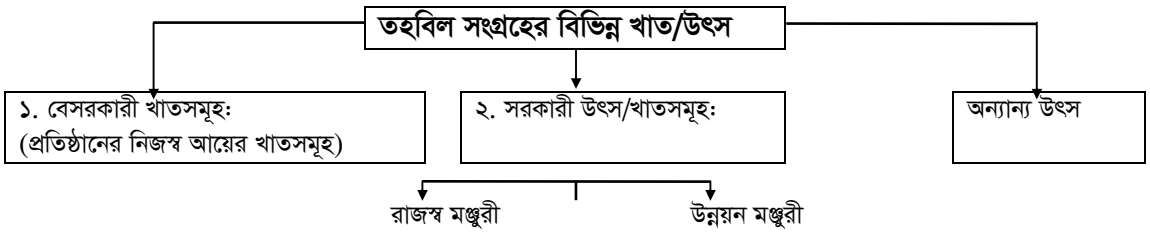

(ক):

(১) ছাত্র বেতন

(২) ছাত্র ভর্তি ফি/পরীক্ষাসহ অন্যান্য ফি ইত্যাদি

(৩) চাঁদা আদায়, ব্যক্তি বিশেষের দান, অভিভাবকের সাহায্য/দান

(৪) দান (দাতা ও প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রাপ্ত অর্থ/সম্পদ)

(৫) বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/জনপ্রতিনিধি বা জনগণের থেকে প্রাপ্ত অর্থ/সম্পদ

(৬) ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ/সম্পদ

(৭) অন্যান্য

(১) শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের ৮০% বরাদ্দ

(২) আবর্তক মঞ্জুরী (আনুসংগিক ব্যয়/পুস্তক ক্রয়/পরীক্ষা পরিচালনা ব্যয়)

(৩) অন্যান্য মঞ্জুরী, (টিফিন গ্রান্ট, ইত্যাদি)

(৪) রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী/ সাংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান

(১) বিজ্ঞানাগার নির্মাণ

(২) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়

(৩) আসবাব পত্র ক্রয়

(৪) ভবন নির্মাণ।

(১) ইউনিয়ন পরিষদ সাহায্য

(২) থানা পরিষদের অনুদান

(৩) জেলা পরিষদের অনুদান

(৪) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদান/সাহায্য

(৫)ক্রীড়া পরিষদ থেকে খেলাধুলার সরঞ্জাম নির্মাণ।

(খ):			
(১) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির আয়			
(২) পুকুর/লেক/নদীর ঘাট থাকলে তা থেকে আয় (ইজারালব্ধ অর্থ) কিংবা আয়বর্ধক মৎস্যচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে আহরিত অর্থ			
(৩) ফল-ফলাদির বাগান, বৃক্ষাদি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয়			
(৪) কলেজের নিজস্ব অর্থে গৃহীত ও পরিচালিত অন্যান্য আয়বর্ধক প্রকল্প থেকে আহরিত অর্থ/লভ্যাংশ			
(৫) হাট-বাজার/জলমহাল ইত্যাদি ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে আহরিত অর্থ			
(৬) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নির্মিত দোকান/ভবনের ভাড়া থেকে আহরিত অর্থ			
(৭) রিজার্ভ ফান্ড এবং অন্যান্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ			

শিক্ষায় আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

শিক্ষায় বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট খাতে পরিকল্পনা মোতাবেক ব্যয়িত হল কিনা তা যাচাই করতে হলে অর্থিক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ বলতে যা বুঝায় তা হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বরাদ্দকৃত অর্থ যে কাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে সে কাজ যথাযথভাবে ব্যয়করণ।

শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্থ নিয়ন্ত্রণ নানা কৌশলে করা হয়ে থাকে। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান কয়েকটি কৌশল এখানে উপস্থাপন করা হল:

১. যে যে কার্যের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হল তা যথাযথ কাজে লাগানো হল কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী কিস্তির অর্থ প্রদান।

২. যে কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হল এবং যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা হল তার তুলনা করা।

৩. কোন প্রকার বিচ্যুতি হলে/ঘটলে তা নির্ধারণ করা এবং এর জন্য যথাযথ কারণ প্রদর্শন করণের ব্যবস্থা করা। কারণ সন্তোষজনক হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ প্রদান করা।

৪. স্থানীয়ভাবে কার্য মনিটরিং করার জন্য একটি কার্য তদারকী পর্ষদ গঠন করে তাদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা।

৫. কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অনুসরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. অর্থসংস্থানে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের মতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন?
   ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সংস্থানের জন্য সরকার কি দেয়?
   খ. আমাদের শিক্ষা খাতে অর্থ-সংস্থানের পদ্ধতি কি হবে?
   গ. অর্থ-সংস্থানের জন্য ছাত্র বেতন কত বৃদ্ধি করতে হবে?
   ঘ. অর্থ-সংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে?

২. "ব্যয়-নির্বাহের সামর্থ যোগানই অর্থ", কথাটি কোথায় উল্লেখ করা হয়েছে?
   ক. অভিধানে
   খ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুস্তকে
   গ. ব্যাংক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে
   ঘ. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায়।

৩. মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কত ভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান?
   ক. ৭৫
   খ. ৮০
   গ. ৮৫
   ঘ. ৯০।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলি কি কি?

৩. শিক্ষা খাতে আর্থিক সংস্থানের অন্যান্য উৎস কি কি?

৪. শিক্ষায় আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান চাবিকাঠি কোনটি?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। গ।

পাঠ ৫.২

বিভিন্ন শ্রেণির ও স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষা খাতে আঞ্চলিক দেশসমূহ জাতীয় আয়ের কত অংশ এবং মাথাপিছু বার্ষিক কত বিনিয়োগ করে তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন;
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়নের নীতিমালা বিবৃত করতে পারবেন;
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের উদ্ভাবনীমূলক খাতগুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের গুরুত্ব এবং তার ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের বরাদ্দ ও মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ

জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের জন্য দরকার অর্থের। কিন্তু আমাদের দেশে জাতীয় আয়ের সামান্য পরিমাণ অর্থ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন জাতীয় আয়ের ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সুপারিশ করেছিল। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১.৮%। সম্প্রতি এটি বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩% দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশের তুলনায় এই বরাদ্দ সর্বনিম্ন।

আঞ্চলিক দেশসমূহের শিক্ষা খাতের ব্যয়

আঞ্চলিক দেশ সমূহে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হল: পাকিস্তান ২.৭%, নেপালে ২.৯%, শ্রীলঙ্কায় ৩.৩৫% এবং ভারতে ৩.৭%।

আঞ্চলিক দেশসমূহে মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাপ

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ বাংলাদেশে ৫ ডলার, পাকিস্তানে ১০ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার, মালয়েশিয়ায় ১৫০ ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬০ ডলার।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয় তা থেকে–

- প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়– ৬০%
- মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়– ২০%
- বিশেষ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে– ৫%
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায়– ১৫%, প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক স্তরে সরকারী, বেসরকারী ও বিশেষ ধরনের স্কুল রয়েছে। সরকারী ও সরকার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক স্কুলগুলোর পুরো খরচ সরকার বহন করে থাকে। এ ছাড়া এনজিও তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল পরিচালিত হয় এবং এগুলোর আর্থিক যোগান প্রদান করে থাকে বিদেশী অনুদান থেকে।

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫% সরকারি এবং ৮৫% বেসরকারী। সরকার কর্তৃক পরিচালিত ১৫% প্রতিষ্ঠানের সমুদয় খরচ সরকারী তহবিল থেকে বহন করা হয়। বেসরকারীভাবে পরিচালিত এই স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী বেতনের ৮০% সরকার বহন করে আর অবশিষ্ট ছাত্র বেতন ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

দেশে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি অনুদানে চলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট রাজস্ব খরচের শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ এবং উন্নয়ন খাতের পুরো খরচটাই সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করে থাকে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়নের নীতিমালা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ অর্থে ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে এবং এইসব প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নহে বরং গোটা সমাজের কল্যাণকর শিক্ষামূলক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়ের প্রধান উৎস হল সরকারী ও আধা-সরকারী মঞ্জুরী, ছাত্রদের বেতন, সমাজের ধনী ব্যক্তিদের দান, উইল বা ট্রাস্টকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি। এইসব উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় হতে প্রতিষ্ঠানসমূহ এর দৈনিন্দন ব্যয়ভার নির্বাহ করে থাকে। এই সমস্ত আদান-প্রদানের সঠিক হিসাবরক্ষণ এবং বৎসরান্তে আয়-ব্যয়ের ফলাফল এবং দায় ও সম্পত্তিসমূহের অবস্থা নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাজেট প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। বাজেট প্রণয়নে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বছর শুরুর পূর্বেই বাজেট প্রণয়ন করতঃ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করাতে হয়। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে পূর্ববর্তী বছরের বাজেট অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা করা হয়। বিগত বছরে কোন্ কোন্ উৎস থেকে কি পরিমাণ আয় হয়েছে এবং কোন্ কোন্ খাতে কত খরচ হয়েছে তা পর্যালোচনা করত: বর্তমান বাজেট বছরে কিরূপ আয় হবে তা নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করতে হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয়ের উৎস

- **ছাত্র বেতন:** একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের এটা প্রধান উৎস। প্রতিটি ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী বছরে ছাত্র বেতন হিসেবে কত টাকা আদায় হবে তার একটি অনুমিত হিসাব করতে হয়। অবশ্য বিনা বেতনে কিংবা অর্ধ বেতনে অধ্যয়নের উপযোগী কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী মোট আদায়যোগ্য টাকাও বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

- **চাঁদা বা ব্যক্তিগত দান:** অনেক বেসরকারী কলেজের গভর্নিং বডির অনুমোদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য চাঁদা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী বাজেট বছরে কত টাকা দান-অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে তার একটি অনুমিত হিসাব করা হয়।

- **প্রতিষ্ঠানের দোকান ভাড়া:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যদি কোন দোকান পাট কিংবা অনুরূপ কোন সম্পত্তি থাকে তাহলে এগুলোর বার্ষিক ভাড়া বাবদ সম্ভাব্য আয় বাজেট প্রণয়নে ধরা হবে।

- **জমির আয়:** গ্রামে অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীন আবাদী জমি থাকে। এইসব জমির সম্ভাব্য আয় বাজেটে আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- **গাছপালা কিংবা সব্জি বিক্রয়লব্ধ আয়:** কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে বনজ গাছপালা থাকতে পারে, কিংবা সব্জির আবাদ করা হয়ে থাকে। এই সবের বিক্রয়লব্ধ আয়ও বাজেটের অংশ।

- **পুকুর খননের মাধ্যমে মাছ চাষ:** অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব জমিতে পুকুর খনন করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের সামনে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করে বিপুল অর্থ আয় করে থাকে।

- **নদীর ঘাট, হাট বাজার ইজারা, মেলা বা প্রদর্শনীর আয়:** কোন কোন প্রতিষ্ঠান হাট বাজার কিংবা নদীর ঘাট ইজারা হতে কিছু অংশ আয় হিসেবে পেয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে চুক্তিপত্র থাকবে। এইসব উৎস হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য আয় বাজেটে আয়ের উৎস হিসেবে ধরা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কিংবা উন্নয়নকল্পে মেলা, সার্কাস, ধর্মসভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এইসবের অনুমিত আয়ও বাজেট প্রণয়নে ধরা যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত আয় ছাড়াও সরকারী অনুদান কিংবা মঞ্জুরী হিসাবে নিম্নলিখিত আয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়:

১. **শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারী অংশ:** স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রাপ্য শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের ৮০% সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়। উক্ত বেতনের অংশ বাজেটে আয় হিসেবে ধরা হয়।

২. **অন্যান্য অনুদান:** শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বই ক্রয় কিংবা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুদান মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্রীড়া কার্যক্রমের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত অনুদান, জেলা বা থানা পরিষদ হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী ইত্যাদিও বাজেটের সম্ভব আয় হিসেবে গণ্য হতে পারে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী উৎস হতে আয় এবং নিজস্ব আয়ের সমন্বয়েই মোট আয়ের এস্টিমেট করা হয় এবং এর বিপরীতে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়।

বাজেটে অন্তর্ভুক্ত বছরের সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ

- **শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন:** শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের অংশ বেতন বাবদ প্রাপ্ত সরকারী অনুদান থেকে মিটানো হয়। বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রাপ্য অবশিষ্ট টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হতে পরিশোধযোগ্য।
- **যাতায়াত ভাতা বা ভ্রমণ ভাতা:** প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোন অফিস/ব্যাংক ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করলে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদিত হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য।
- **স্টেশনারী, কাগজ কলম ইত্যাদি ক্রয়:** এই সকল বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বছরে প্রচুর খরচ হয়ে থাকে।
- **প্রশ্নপত্র মুদ্রণ:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ বাবদ খরচ এর অন্তর্ভুক্ত।
- **পাবলিক পরীক্ষার খরচ:** পাবলিক পরীক্ষার বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় ফি, কেন্দ্র ফি ইত্যাদি বাবদ খরচ এর অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে যেমন ফি বাবদ অর্থ গ্রহণ করা হয় তেমনি উহা যথাযথ খাতে খরচ করা হয়।
- **ক্রীড়া কার্যক্রম:** বার্ষিক ক্রীড়া, পুরস্কার বিতরণী কিংবা অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য বছরে উলে- খযোগ্য পরিমাণ টাকা ধরা হয়ে থাকে।
- **মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোন বছরে উলে- খযোগ্য পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে যা ঐ বছরের বাজেটের সম্ভাব্য ব্যয় হিসাবে ধরা হয়।
- **বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়:** এই বাবদ খরচের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে।
- **বিজ্ঞাপন:** ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী, সভা ইত্যাদির জন্য বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থের বরাদ্দ বাজেটে রাখা হয়।
- **উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যয়:** প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, মাঠ ভরাট, জমি ক্রয়, দোকান নির্মাণ, শৌচাগার বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকতে পারে, যা আয় সাপেক্ষে খরচ হবে।
- **পাঠাগার:** পাঠাগারের জন্য বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ইত্যাদি ক্রয় বাবদ খরচের সংস্থান বাজেটে থাকতে হয়।
- **অন্যান্য ব্যয়:** উপরে উলি-খিত খরচের খাতসমূহ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রচুর ব্যয় হতে পারে। এই ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য অর্থের সংস্থান বাজেটে থাকতে হবে।

উপরে উল্লিখিত আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বাজেট প্রণয়ন করে এবং বাজেট সভায় উহা অনুমোদন করে থাকে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের উদ্ভাবণীমূলক খাতসমূহ

বর্ণিত উৎস ছাড়াও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক আয় বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি নবতর উৎসের ব্যবস্থা করতে পারে। নিচে এরূপ নবতর উৎসের নাম উল্লেখ করা হল:

- বিনিয়োগ প্রবণতা সৃষ্টি।
- সঞ্চয় বৃদ্ধি।
- সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে রিজার্ভ ফান্ড বৃদ্ধি।
- প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পদ– জমি, ভবন, জলমহল, জলাশয় ইত্যাদির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক অনিয়ম ও অপচয়রোধ ও কৃচ্ছতা সাধন।
- প্রতিষ্ঠানের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।
- অর্থ উপ-কমিটি গঠনের মাধ্যমে লাগসই পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যাতে চুরি, রাহাজানি বা তসরূপ না হতে পারে তার কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আয়বর্ধক খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার।
- আয়-ব্যয়ের বাজেট অনুসরণ।
- আনুসঙ্গিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন।
- সরকারী মঞ্জুরী যথাযথ খাতে ব্যবহার।
- অত্যাবশ্যক না হলে কোনক্রমেই ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ উত্তোলন না করা।
- আয়বর্ধক নিজস্ব প্রকল্প গ্রহণ করা।
- প্রয়োজনে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে অবসরে কাজে লাগানো।
- হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি নিয়মিত অনুসরণ করা।
- জনগণের সম্মুখে কলেজের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করা।
- উন্নতমানের পড়া-লেখার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।
- জনসভার আয়োজনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।
- স্থানীয় প্রতিনিধি, অভিভাবকদের নিয়ে সভা।
- উন্নত পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা ছাত্র/অভিভাবকের আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের গুরুত্ব ও মূলনীতি

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ নানা উৎস থেকে সংগৃহীত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থে ও অনুদানে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের অনুদানে পরিচালিত হয়। সে কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ এবং বৎসরান্তে কমিটির নিকট পেশ করতে হয়। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার গুরুত্বকে আমরা নিম্নোক্তভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি:

গুরুত্ব

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অপচয় রোধ করা এবং সকল হিসাব নিকাশে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
- প্রতিষ্ঠানের উন্নতির লক্ষ্যে নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অতীতের ভুল ত্রুটি পরিহারের মাধ্যমে বর্তমান কার্যক্রম প্রণয়ন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা অর্জন করা।

আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণের মূলনীতি

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মূলধন ও মুনাফার দুই ধরনের উৎস থাকে। স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ, উইল বলে প্রাপ্ত সম্পত্তি, কর্জ গ্রহণ, মোটা অংকের দান ইত্যাদি হল আয়ের উৎস। ছাত্র বেতন, ভর্তি ফিস, হল ঘরের ভাড়া, লাইব্রেরী ফিস, বিনিয়োগের উপর প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদিও আয়ের আরেক উৎস। পক্ষান্তরে গৃহ, মাঠ সম্প্রসারণ বা উন্নতি বিধানের খরচ, প্রতিষ্ঠানের দৈনিন্দন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য মঞ্জুরী, বেতন, অফিস খরচ, মেরামত ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ খরচ করা হয় তা হল ব্যয়। বর্ণিত আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রক্ষণে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

মূলনীতি

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেনের হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণের জন্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা এবং প্রতিদিনের হিসাব ভাউচারসহ সম্পন্ন করা।
- দৈনিন্দন আয়ের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া এবং হিসাবের পাশ বই up to date রাখা।
- পরিচালনা কমিটি কর্তৃক বাজেটের ভিত্তিতে সকল প্রকার লেনদেন করা।
- দৈনিক খরচের জন্য নগদ কত টাকা রাখতে পারবেন তা কমিটি কর্তৃক স্থির করা এবং তদানুসারে লেনদেন করা।
- দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বই এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখা।
- প্রতি মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর সঙ্গে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও ক্যাশ বই মিলানোর ব্যবস্থা করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে রিজার্ভ ফান্ডের অর্থ না তোলা।
- জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন না করা।
- বছরের শেষে পরিচালনা কমিটির মনোনীত কর্মকর্তাকে দিয়ে সারা বছরের হিসাব নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার, ক্যাশ বই, ব্যাংকের পাস বই, ভাউচার ইত্যাদির সঙ্গে মিলানোর পর পরিচালনা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করা।
- বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষাকরণ এবং তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন জাতীয় আয়ের শতকরা কত অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে সুপারিশ করে?
   ক. ৩ ভাগ
   খ. ৪ ভাগ
   গ. ৫ ভাগ
   ঘ. ৬ ভাগ।

২. কোন দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় সবচেয়ে বেশি?
   ক. মালয়েশিয়া
   খ. ভারত
   গ. পাকিস্তান
   ঘ. বাংলাদেশ।

৩. সরকার বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের শতকরা কত ভাগ বহন করে?
   ক. ১০০ ভাগ
   খ. ৮০ ভাগ
   গ. ৭০ ভাগ
   ঘ. ৬০ ভাগ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আঞ্চলিক দেশসমূহ শিক্ষা খাতে কত ভাগ ব্যয় করে থাকে?
২. বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা খাতের বিবরণ দিন।
৩. মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিবৃত করুন।
৪. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস কি কি?
৫. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় খাতগুলো উল্লেখ করুন।
৬. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণের মূলনীতির বর্ণনা দিন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩।